The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

আধুনিক বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রভাব -একটি সমীক্ষা পত্র

অপর্ণা মাল

M.A in Bengali, Vidyasagar University, West Bengal ,India, Email- malaparna69@gmail.com

Abstract

মানুষের কণ্ঠ, মুখ-বিবর আর নাসিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম ভাষা, রাজনৈতিক ওলটপালট কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষাভাষী শাসক দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতা থেকে দেশ পরিচালনা করেছে এবং বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। এক ভাষার ওপর অন্য ভাষার প্রভাবের ক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক পদবিন্যাস ও শব্দার্থতত্ত্বের প্রভাব ছাড়াও বিভিন্ন ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় কীভাবে প্রবেশ ঘটে। কখনো কোন কোন শব্দ অন্য কোন ভাষা থেকে আত্তীকরণ করা হয়ে থাকে, বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাবের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত প্রভাব অপেক্ষা শব্দ ঋণ ও আত্তীকরণের প্রভাব বেশি। বাংলা ভাষার উৎপত্তির পরে যেসব শব্দ অন্যান্য শব্দ থেকে এসেছে তারা অনেকেই অবিকৃত অবস্থায় অনেকে স্বল্প পরিবর্তন হয়ে এসেছে, বহু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় এমন ভাবে মিলে গেছে যাদের আর বিদেশি বলা চলে না–চেয়ার, টেবিল, উকিল, দরবেশ, চশমা, গাজল ইত্যাদি। বাঙালি পাঠক সমাজ বাংলায় সমস্ত বিদ্যা অর্জন করল এবং বুঝে নিল, কিন্তু তার পরে কলেজে গিয়ে তারা অকূল পাথরে পড়বে, কারণ হিসেবে দেখা যায় তাদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিখতে হবে এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানালোচনায় যখন তাদের ইংরেজি নিতে হবে তখন প্রবেশিক পরীক্ষা পর্যন্ত আলোচিত বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ পরিভাষা ইত্যাদি অতঃপর তাদের বিশেষ কাজে লাগবে না তাই সাধারণ বাঙালি পাঠক মনে করে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ গ্রহণের অনুচিত এবং এই ভাষার প্রতি আগ্রহ কম দেখায়, তারা মনে করে আমাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা কমে আসবে। তাতেই আধুনিক বাঙালি শিক্ষিত সমাজে একটি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে। মাতৃভাষার পক্ষে মুখ ভেংচানো উচ্চারণ ও বানান চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি এদের বর্জন করানো যাচ্ছে না, সুখের বিষয় এদের মোটকথা বিদেশি শব্দ আগমনের বাংলা শব্দ ভান্ডার যেমন সমৃদ্ধিপূর্ণ হচ্ছে, ঠিক তেমনি বাংলা ভাষা তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে কবির ভাষায় বলতে গেলে অতিরিক্ত অতিথি গৃহে আগমনের জন্য ঘরের লোক এখন অতিথি হয়ে গেছে, বিদেশি শব্দগুলি প্রভাবে বাংলা ভাষায় কতখানি প্রভাব বিস্তার ঘটেছে এবং আগমনের ইতিবাচক ও নেতিকবাচক কত শতাংশ ছড়িয়ে পড়েছে তা আলোচনা করছি।

Keywords

গোমস্তা , পয়গম্বর, ফেরেস্তা, হালুয়া, ফারিয়ালি, ইস্কাবন।

ভূমিকা

ভাষা হচ্ছে এমন একটি উপাদান যা দিয়ে আমাদের আশ্রয় ও সমাজ গঠিত হয়েছে। ভাষা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না, মানুষের প্রধান পরিচয় প্রধান অংশ হলো ভাষা। জাতি গঠনে ভাষা হল প্রধান শক্তি। শব্দ ভাষা নয়, শব্দ হচ্ছে ভাষারূপে দেহের অঙ্গ, শব্দ হচ্ছে মানুষের মনের ভাব বা চিন্তার ধ্বনিময় প্রকাশ। এক কথায় জাতির মানসিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তার বিজ্ঞান, দর্শন তার সৌন্দর্য বোধের ওপরে তার ভাষার ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকেরা [যেমন-বিহার সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ] ইংরেজি শিক্ষায় আরও অগ্রসর হচ্ছে। বাংলা ভাষায় এখনও যেন বেওয়ারিশ এক তাল ময়দা শাখা, ছোট ছেলের হাতের এই ময়দার তাল পড়িলে যেমন হয়। বাংলা ভাষার অবস্থা সেইরূপ। অনেক লেখকই ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ, তাদের ভাবটা এইরূপ-দয়া করিয়া তাঁহারা মাতৃভাষায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাহারা যাহা লিখিবেন লোকে তাহাই মাথা পাতিয়া লইবে। সুসভ্য, প্রাচীন ভারতীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা জাতি, মধ্যযুগের আরবী ভাষাজাতি, আধুনিক ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী জার্মান, রুশ প্রভৃতি নানা জাতি, সভ্যতার অত্যন্ত উচ্চস্তরের উন্নীত হয়েছে, এই জন্য এদের ভাষাগুলো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা আজকে আলোচনা করব আধুনিক বাংলা ভাষার বিদেশি শব্দের আগমনের কতখানি ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব তা দেখা। মোটকথা

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

আমরা মাতৃভাষাযর মারফত আমাদের মানসিক খোরাক কতটা পাই, সাংস্কৃতিক উপাদান কতটা বিদেশী ভাষা আমাদের জোগায় আর কতটাই বা মাতৃভাষা তার উপর বিদেশী শব্দের অনুবাদের নতুন নতুন শব্দ বানাতে বানাতে চলতে থাকে আবার নিজের শব্দ নানা কারণে ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল আধুনিক বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রভাব কতখানি পড়েছে। বিদেশি সাহিত্য কীভাবে বাংলা সাহিত্য রীতি শব্দভাণ্ডার ও বিষয়বস্তুর সাথেই অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সেটাই এই গবেষণায় খোঁজা হয়েছে। বিভিন্ন শব্দের আগমনে বাংলা শব্দ উচ্চারনে বিকৃতি ঘটেছে তা দেখার এবং বাংলা শব্দের প্রতি অনিহা প্রকাশের কারণ খুঁজে বের করা। বিদেশি শব্দের আগমনে বাংলা শব্দভাণ্ডার কতখানি সমৃদ্ধ এবং নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে তা বিচার করা।

পদ্ধতি

এই গবেষণায় বর্ননা মূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রভাবের তথ্য জানার জন্য ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে বিদেশি শব্দের আগমনে কতটা নেতিবাচক ও ইতিবাচক তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিদেশি শব্দ গুলো উল্লেখ করা হয়েছে ।

বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের আগমনের ইতিহাস

ভারতের বাইরে থেকে নানা সময়ের গ্রীক, শখ, হুন, মোঘল, পাঠান, পারসিক, তুর্কি, পর্তুগিজ ইত্যাদি বিদেশি জাতি বিভিন্ন সময় এসেছে। প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজি ও বণিকের মানবদণ্ড নিয়ে এসে রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার আরব, পারস্য, তুরস্ক থেকে বিভিন্ন মুসলমান ও তার উত্তরসূরিরা ভারতবর্ষে অনেক কাল ধরে বাস করছে এবং রাজত্ব করছে। এদের রাজত্বকালে ফরাসি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাই ভারতবর্ষে এসে পর্তুগিজ নাবিক পশ্চিম উপকূলে বসবাস করতে হয়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে আসেন ইনি প্রথম পর্তুগিজ নাবিক, এরপর একে একে পর্তুগিজ মুসলমান কর্তারা ভারতবর্ষে অনেক অংশে শাসন করতে থাকে, এদের প্রভাব বাংলা এত বেশি পড়েছিল যে ইংরেজরা এদেশে আসার আগে অনেকেই পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলতে থাকে, ফলে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত অনেক পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় মিশেছে। পর্তুগিজদের সঙ্গে ওলন্দাজ বণিকরা ও ভারতবর্ষে এসেছিল, এদের প্রভাবেও বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ এসেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলা শব্দ ভান্ডারে বিদেশি শব্দের প্রভাব যথেষ্ট।

বিদেশি শব্দের উৎস

বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব প্রবল ও প্রাণবন্তের ফলে ভাষাসম্পদকে বৃদ্ধি করেছে, বাংলা ভাষায় নদীর স্রোতের মতোই দুই দিকে হতে শব্দ সমূহ কে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে এবং ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে নিজেকে । বিদেশি জাতির প্রভাবে এসে, কোন ভাষা সেই বিদেশী জাতির ভাষা ও শব্দ ধার করে ব্যবহার করে ক্রমে সেই সব শব্দকেও নিজের করে নেয়, তখন সেইগুলি যে বিদেশি শব্দ তার বোঝার আর উপায় থাকে না, শব্দ গুলি এমনই ভুল ফিরিয়ে বসে। আমাদের বাংলা ভাষার এইভাবে আমরা ফার্সি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ইংরেজি এ কয়টি ভাষায় অনেক শব্দ নিয়েছি, বিস্তর আরবি শব্দ ও আমরা নিয়েছি তবে এই আরবি শব্দগুলি এসেছে সরাসরি আরবি থেকে নয়, ফার্সি মারফত। বাংলায় এখন প্রায় আড়াই হাজার ফার্সি আরবি শব্দ তার প্রায় এক হাজার ইংরেজি শব্দ, আর এই ইংরেজি শব্দের সংখ্যা এখন বেড়েই চলেছে। এইসব বিদেশি শব্দের মধ্যে অনেকগুলি একেবারেই বাংলা শব্দ হয়ে গিয়েছে, এদের আর বর্জন করা চলে না, বাংলা শব্দ ভান্ডারী বিদেশী প্রভাবে কি কি পরিবর্তন হয়েছে তা আলোচনা করা যেতে পারে, যে বিদেশি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তা আমরা নিম্নে আলোচনা করব–

(১) ফার্সি শব্দ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলামী ধর্মাবলম্বী তুর্কিগণ পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন, একশত বছরের মধ্যে সমগ্রবঙ্গদেশ মুসলিমদের অধিকার বিস্তৃত হয়। সম্রাট আকবরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, একসময় রাজ্য সরকারের ভাষা ফার্সি ছিল, লর্ড বেন্টিং আমল পর্যন্ত বাংলা ভাষার ওপর ফার্সি ভাষার প্রভাব ছিল। ১৮৩৬ সালে যখন ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ও বাংলা যথাক্রমে প্রধান ও দ্বিতীয় রাজ ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয় তখন বাংলা ভাষার ওপর থেকে ফার্সি ভাষার অবসান ঘটে, এই সুদীর্ঘ ৬০০ বছর মুসলমান শাসনের ফলে রাজ্য পরিচালনার যুদ্ধ, আইন, আদালত, ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় দুই সহস্রাধিক ফার্সি শব্দ অর্থাৎ ফারসি মাধ্যমে কিছু আরবি তুর্কি শব্দ আগমন ঘটেছে। এই সকল শব্দের উচ্চারণ বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় ফার্সি প্রভাব দুই দিক থেকে অর্থাৎ শব্দের দিক থেকে এবং ব্যাকরণের দিক থেকে, শব্দের দিক থেকে দেখতে গেলে ফার্সি হতে বাংলায় গৃহীত হয়েছে ...

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

প্রশাসনিক ও আইন সংক্রান্ত

আদালত	আইন	নালিশ
দপ্তর	ফরমান	পেশকরা
কাজি	আসামি	খাজনা
হাকিম	মোকদ্দমা	মহকুমার
সালিশি	জরিমানা	কায়েদ
জবানবন্দি	গোমস্তা	খাকিজ
তামিল	দলিল	মুনসেফ

ধর্ম ও পোষাক সংক্রান্ত

খোদা	রোজা	গুনাহ
নামাজ	পয়গম্বর	ফেরেশতা
জোব্বা	পায়জামা	আল্লা
ঈদ	কাবা	খোদা
গাজী	জবাই	দারোগা
দোয়া	নামাজ	ফেরেস্তা
মুরিদ	মসজিদ	মহরম্
কোরকনি	মোল্লা	হালাল
শরিদ	শিয়া	ফকির
হজ	দীন	দরবেশ

দৈনন্দিন জীবন ও অন্যান্য

চশমা	দোকান	কারখানা
বাগান	চাবি	কাগজ
রেশম	জিন্দেগি	

পেশা ও সামাজিক পরিচয়

সওদাগর	কারিগর	দফতরি
ওস্তাদ	মেথর	

জাতিবাচক বা ব্যবসা বাচক শব্দ

হিন্দু	ফিরিঙ্গি	দোকানদার
কসাই	চাকর	জাদুকর
বাজিকর		

এছাড়াও রয়েছে কয়েকটি উদাহরণ

জাহাজ	হাওয়া	উকিল
জমি	দূরবীন	বিলেট
মজুর	সিন্দুক	বীমা
আন্দাজ	সাদী	বাদশা
পেয়ালা	সিপাই	সাজা
খুব	জামা	মোজা
জোর		

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

(২) আরবি শব্দ

বাংলা শব্দের ফরাসির মতোই আরবি শব্দের বিরাট প্রভাব আছে, বহু আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশাসন সংক্রান্ত শব্দ

আমিন	উকিল	হেফাজত
এজলাস	তারিখ	মালুম
ওকালতি	নায়েব	মিছিল
কৈফিয়ৎ	মাতব্বর	ইশারা
জালিয়াতি	হাজির	হুকুম
তলব		

নিত্য ব্যবহার্য ও নানাবিধ শব্দ

আজব	কায়দা	ইস্তফা
আক্কেল	ওজন	এলেম
ইজ্জত	জিনিস	খাতির
ইমান	মশলা	তবলা
ইমারত	বদল	দোয়াত
আতর	হালুয়া	কায়দা
আফিম	ইশারা	কাগজ
আসবাব	সরবতি	জিম্মা
খেলাপ	সাহেব	মালুম
খারাপ	তামাশা	মিছিল

এছাড়াও বহু শব্দ রয়েছে সেগুলো হলো

মৌসুমী	ফাজিল	তুফান
শরবত	আদিম	হাজির
লেবু	ফারিয়ালি	হামপা
আতর	নজর	ইজ্জত
নবাব	ইশারায়	কামাল
জলসা	মোলায়েম	আমানত
জৌলুস	আদর	গরিব
কায়দা	হালুয়া	খারাপ
গলদ	শয়তান	

(৩) তুর্কি শব্দ

আরবি ফরাসির মতো তুর্কি শব্দও বাংলা ভাষাকে প্রভাব বিস্তার করেছে

কাঁচি	কুলি	গালিচা
চাকু	বারুদ	আলখাল্লা
বিবি	লাশ	
বেগম	দারগা	চকমকি

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

(৪) পর্তুগিজ প্রভাব

পর্তুগিজ ভারতবর্ষে এসে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে, পর্তুগিজ শাসনকর্তা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি বাংলা ভাষার মুসলমান সুলতান মাহমুদ শাহকে শেরশাহের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৪০০ পোর্তুগিজ সৈন্যর মধ্যে অনেকেই এদেশে স্থায়ী হন, বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তোলে হুগলির নিকটবর্তী ব্যান্ডেল নামক স্থানে তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে, ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে পর্তুগিজ প্রভাব এত বেশি ছিল এদেশে অনেকে পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলত। বর্তমানে বাংলা ভাষায় শতাধিক পর্তুগিজ শব্দ রয়েছে, দৈনন্দিন ব্যবহারে অনেক পর্তুগিজ শব্দ কে আর পর্তুগিজ বলে মনে হয় না, আমাদের বাংলা ভাষা বলে মনে হয়।

ধর্ম সংক্রান্ত

নাজাম	দোজক	পয়গম্বর
রোজা	খোদার	রেস্তা
গুনাফা		

প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক

মেখর	বেগম	কারখানা
বাদশাহ	দস্তক্ষত	দ্বপ্তর
দরবারের	দৌলত	রোসক
নালিশ	তোষক	চশমার
জবানবন্দি	দোকান	তারিখে

এছাড়াও শব্দ হল

সাবান	পিস্তল	ক্যানেস্তারা
তামাক	পেরেক	কামরা
আলমারি	ফিতা	আতা
ইস্পাত	বালতি	আনারস
আলকাতরা	বেহালা	পেপে
কামরা	নিলাম	পেয়ার
কপি	জালা	মিস্ত্রি
কেদারা	বোমা	বরগা
গুদাম	বোতাম	

ওলন্দাজ শব্দ

পর্তুগিজের সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ বণিকরাও ভারতবর্ষে এসেছিল, এদের প্রভাবে ও বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ এসেছে।

হরতন	তুরুপ	ইস্কাবন
রুইতন	কর্ক	পিমপাস
ইসস্কুপ		

(৬) ইংরেজি শব্দ

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজদের অধীনে আসার ৫০ বছর পর থেকে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করতে থাকে। ২০০ বছর ইংরেজ রাজত্ব করার কারণে কেবল শব্দকোষের ওপর নয় বাংলা প্রয়োগ রীতির উপরেও ক্রমবর্ধমান ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষাভাষীর নানাভাবে আত্তীকরণ করেছে।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

যেমন-সরাসরি, ঈষৎ পরিবর্তিত, অনুবাদ, উপসর্গরূপ প্রভৃতি ।

(ক) সরাসরি বা খাঁটি ইংরেজি উচ্চারণে ব্যবহৃত শব্দাবলী

কফি	মেল	থিয়েটার
চেয়ার	সিনেমা	হোটেল
ট্রেন	ফিল্ম	টিকিট
রেল	শার্ট	

(খ) ঈষৎ পরিবর্তিত

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যেসব ইংরেজি শব্দ বাংলায় উচ্চারণের সময় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে এগুলো বাংলায় তদ্ভব হয়ে গেছে ।

Lantern >লন্ঠন	পুলিশ	টেবিল
Glass >গেলাস	লাট	Box >বাক্স

(গ) অনুবাদ

কখনও কখনও ইংরেজি শব্দ বাক্যাংশের অনুবাদ ও ভাব লীলাক্রমে বাংলায় চলে যাচ্ছে, ইংরেজি Reindeer ।

(ঘ) উপসর্গ:-

কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাংলায় সমাসযুক্ত পদ বা উপসর্গের মতো ব্যবহৃত হয় –

হাফ (হাফ হাতা)	হেড (হেড পন্ডিত)	

এছাড়াও শব্দ হল

পিন	বাক্স	ফুল
ব্যাগ	কলেজ	ক্রিকেট
অফিস	টেনিস	ব্যাটবল
ফাইল	হকি	পোস্ট
ক্লাব	ওয়াকি	টকি
ক্লাস	পিয়ন	টেলিফোন
ড্রেস	পুলিশ	বাস
নিউ স্টাইল	লরি	বোনাস
আপেল	ট্রেন	ট্যাক্সি
আপিল	টিকিট	কলেজ
আর্ট স্কুল	স্টেশন	পেনসিল
কেক	মাস্টার	মাইল
কেটলি	ম্যানেজার	পেনশন

ইংরেজি নয় অথচ ইংরেজি থেকে পাওয়া ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার নানা ভাষার শব্দ প্রথমে ইংরেজিতে গৃহীত পরে ইংরেজি শব্দ রূপে বাংলায় প্রবেশ করেছে।

(৭) দক্ষিণ আফ্রিকার শব্দ

জেব্রা(<zebera, মতান্তরে ইংরেজি)	শিম্পাঞ্জি	

(৮) চেকো শ্লোভাকিয়া শব্দ

রোবট		

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

(৯) মালয়ী শব্দ

কাকাতুয়া		

(১০) সিংহলী শব্দ

বেরি		

(১১) যব দ্বীপীয় শব্দ

বাতাবি (<বাটাভিয়া)		

(১২) বোর্নিও শব্দ

ওরাংওটা (orangutan)		

(১৩) মিশরীয় শব্দ

ফ্যারাও		

(১৪) বর্মী শব্দ

লুঙ্গি	ঘুগনি	

(১৫) চীনা শব্দ

চা	চামচ	কাগজ
চিনি	লিচু	তুফান

(১৬) ইতালীয় শব্দ

কোম্পানি	ম্যালেরিয়া	পার্ক
পিয়ানো	ম্যাডোনা	সোনাটা

(১৭) জার্মান শব্দ

জার	নাৎসি	কিন্ডার গার্ডেন

(১৮) রুশ শব্দ :-

স্পুতনিক	ভদকা	
বলশেভিক	সোভিয়েত	

(১৯) স্পেনীয় শব্দ

ডেঙ্গু	আর্মাডা	

(২০) ফরাসি শব্দ

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

কুপন	কার্তুজ	কাফে
রেস্তোরাঁ	রেনেসাঁ	মাদাম
মেনু	বুর্জোয়া	আঁতাত

পাতি বুর্জোয়া প্রলিতা রিয়েত

(২১) জাপানি শব্দ

রিক্সা	হ্যারিকেন	যুযুৎসু
হাস্নুহানা	হারিকিরি	

আধুনিক বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার

আধুনিক জীবন জগতের মানুষের জীবনধারা যে পথের মাধ্যমে চলেছে যেভাবে নানা নতুন নতুন জিনিস বিজ্ঞান আবিষ্কার করে মানুষের সেবায় এনে দিচ্ছে, তাতে নিত্য নতুন নতুন শব্দ এইসব জিনিসের নাম হিসেবে ভাষায় আসছে, ইউরোপ আমেরিকা যেসব জিনিস বার করছে, এদের নাম ইউরোপ আমেরিকার থেকেই আমাদের দেশে আসছে, অনেক সময় আমরা বাংলা ভাষায় এইসব শব্দের একটা অনুবাদ করে নেবার চেষ্টা করি, কিন্তু সে অনুবাদ বহুস্থলে আর ঠিক হয় না, বস্তুর নাম হলে বিদেশি নামটা ব্যবহার করতে কারোর বাধে না, ভাষায় এই শব্দটাই প্রচলিত হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণ স্বরূপ জানা যায়:-এয়ারপ্লেন বা এয়ারোপ্লেন, রেডিও, মোটরকার বা মটর কার, ক্রজার, ট্যাংক, মেশিন, গান, টর্পেডো প্রভৃতি জিনিস বস্তু বাচক। সাহিত্যের বেশি ব্যবহারের ফলে মুখের ভাষাতে ও ক্রমে সেগুলো চালু হয়ে যায়। আমরা মাতৃভাষায় মারফত আমাদের মানসিক খোরাক কতটা পাই, সাংস্কৃতিক উপাদান কতটা বিদেশি ভাষা আমাদের যোগায় আর কতটাই বা মাতৃভাষা, তার উপর বিদেশী শব্দের অনুবাদের নতুন নতুন ভাব আরো ক্রিয়ার জন্য মাতৃভাষায় নতুন শব্দ তৈরি করে নেওয়ার সার্থকতা নির্ভর করে।

[বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র কে বলিয়াছেন –"তুমি যাহা লিখিবে, তাহাই ভালো বাংলা হইবে এবং লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে"], চলতি ভাষায়, বাংলা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ এবং বিদেশি শব্দের বানান যাঁহার যেমন খুশি তেমন লিখিয়া থাকেন। আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে আমরা সবদিক সামলে চলিতাম, অনাবশ্যকভাবে বিদেশি শব্দ ব্যবহারে যে একটা মানসিক দৈন্য, একটা জাতীয়তা বোধের অভাব আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিবাচক প্রভাব

মাতৃভাষায় যথার্থ শিক্ষা হইলে, একটি বিদেশি ভাষা দখল করিয়া লইতে বেশি কষ্ট হয় না। ভালোভাবে মাতৃভাষায় সাধারণ শিক্ষা পাইয়া যে ছেলে বুদ্ধিবৃত্তির সুপরিচালনা হইবে ইংরেজি শেখায় কাঁচা থাকিবে না। এ কথা সত্য যে উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা ইংরেজি বাদ দিতে পারি না। ইংরেজি এখন খালি ইংল্যান্ডের ভাষা নয়, বিশ্ব-সভ্যতার প্রধানতম বাহন স্বরূপ ইংরেজি ভাষা এখন বিশেষ জাতি ও দেশে বহু উর্ধ্বে উন্নীত হইয়াছে, জগতের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে, ভাবি বিশ্বমানের প্রধান ভাষা হিসাবে ইংরেজি এখন সকলেরই আলোচ্য, বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় নতুন ধারণা ও ভাব প্রকাশের সুযোগ তৈরি করেছে, বিশেষত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু ধারণা বাংলায় প্রবেশ করেছে। যেমন - কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, অফিস, রিপোর্ট, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। বিদেশি শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষা প্রকাশভঙ্গি বৈচিত্র্যময় হয়েছে। বিদেশি শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও গানের নতুন একটা নতুন পরিবেশে তৈরি করেছে, ফলে বর্তমানে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা সহজলভ্য হয়েছে। বর্তমানে সময়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদেশি শব্দের ব্যবহার ওতোপ্রতোভাবে ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিদেশি শব্দের গ্রহণের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের সঙ্গে সহজে সংযুক্ত হতে পেরেছে। বাংলা ভাষা বাইরের প্রভাব গ্রহণ করেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, প্রকাশ ক্ষমতা আধুনিকতা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিসর বৃদ্ধি করেছে, তাই বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রপূর্ণ। এই ভাষার শব্দভাণ্ডারে দেশীয় [মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা] ও বিদেশী [ভিনদেশীয় ভাষা] ভয় ধরনের শব্দের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ইতিহাস, রাজনীতি, বাণিজ্য, ধর্মীয়, প্রচার ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ প্রবেশ করেছে তাই বাংলা ভাষা আরও প্রভাবশালী এবং বিভিন্ন ভাষার সংযোগস্থলে মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

নেতিবাচক প্রভাব

সব সময় ভাষা চরিত্র নির্ভুল নির্ণায়ক নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালি ছেলে বাড়িতে বা শিক্ষকদের সঙ্গে এক রকম কথা বলে, আবার বন্ধুদের মাধ্যমে বা রকের আড্ডায় অন্যরকম ভাষা ব্যবহার করে, তাও সকলেরই চোখে পড়ে, সুতরাং এগুলো সামাজিক স্তরে একাধিক ভাষা, মানুষের জীবনধারায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি ইংরেজি ভাষামাধ্যম হওয়ার নতুন প্রজন্ম ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেছে তারা বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে এবং কেবলমাত্র কথা বলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। অত্যাধিক পরিমাণে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের কারণে বাংলা ভাষা তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। অনেক প্রচলিত বাংলা শব্দের পরিবর্তে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ফলে বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকতা ক্ষুন্ন হয়। যেমন আলোচনা বা পরামর্শ এর পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয়তা ডিসকাশন বা কনসাল টেশন ব্যবহার করার প্রবণতা ভাষার উপর বিদেশী প্রভাব কে বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও দৈনন্দিন কথাবার্তায় এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে অন্য প্রদেশের লোকেরা ইংরেজি শিক্ষা আরো অগ্রসর হইতেছে। বাংলায় ছেলেরা কম ইংরেজি শিখিবে এবং সেই কারণে সরকারি চাকরি ও অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে ইংরেজিতে জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক সেই সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অন্যপ্রদেশের লোকেদের কাছে হঠিয়া আসিবে,

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

ইংরেজি জানার দরুন বাঙালি যেটুকু প্রতিপত্তি আছে সেটুকু বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হইবে। চলতি ভাষায়, বাংলা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ এবং বিদেশি শব্দের বানান যাহার যেমন খুশি তিনি তেমন লিখিয়া থাকেন সেই কারণে বেশিরভাগ সময় বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার বাক্য গঠন ও প্রকাশ রীতি তার স্বাতন্ত্র্যকে বহন করে। অতিরিক্ত বিদেশি শব্দের ব্যবহারের সেই স্বাতন্ত্র্যকে বহন করে। অতিরিক্ত বিদেশী শব্দের ব্যবহার সেই স্বাতন্ত্র্যকে কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল করতে পারে। নিজস্ব প্রকাশ ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। নতুন নতুন বিদেশী শব্দের ব্যবহারে কারণে–বয়স্ক ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষার ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যেতে পারে। এমন অনেক শব্দ আছে যেটা বয়স্কদের অপরিচিত কিন্তু তরুণ প্রজন্মের কাছে খুব পরিচিত ফলস্বরূপ পারস্পরিক যোগাযোগে কখনো কখনো বোঝাপড়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বিদেশি শব্দকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে প্রয়োজন ও উপযোগিতা অনুযায়ী তার গ্রহণ ও ব্যবহার করাই আধুনিক বাংলা ভাষায় সুস্থ বিকাশের পক্ষে অধিক যুক্তি সঙ্গত।

উপসংহার

ভাষা বললে সাধারণ কথা বার্তায় বা লেখার যে সমস্ত শব্দময় বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাকেই আমরা বুঝে থাকি। শব্দভাষা নয়, শব্দ হচ্ছে ভাষা রূপে দেহের অঙ্গ, শব্দ হচ্ছে মানুষের মনোভাব বা চিন্তার ধ্বনিময় প্রকাশ। বানান ভাষা লিখনের প্রথম সোপান। এক কথায়, জাতি মানবিক সভ্যতা এবং তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান, দর্শন আর সৌন্দর্যের বোধের ওপরে তার ভাষার ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত। শব্দের আলোচনায় দুইটি দিক বা আলোচনার পথ পরস্পর সম্পর্কিত যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। বাংলা আর আধুনিক ভারতীয় নানা ভাষাতে শব্দের অর্থ নিয়ে অল্প বিস্তর চর্চা চলছে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার দেখা যায় সেটি হচ্ছে ধ্বনির অনুকার, এই জিনিসটি সকল ভাষা তেই, পৃথিবীর সর্বত্র অল্প বিস্তর পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যে সার্থক আর সুন্দর আলোচনা করে গিয়েছেন, তা নিজের মাতৃভাষার সম্বন্ধে কৌতুহল প্রত্যেক বাঙালির পাঠ করা উচিত। ছেলেদের মাতৃভাষার ভিতর দিয়া বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষায় পথ করিয়া দিলে তাহাদের বোঝা হালকা হইয়া যাইবে, তখন তাহারা ইংরেজি ভাষার জন্য বেশি সময় দিতে পারিবে, ইংরেজির জন্য বেশি শ্রম করিতে পারিবে, মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্যদিকে সহজ হইলে ইংরেজি শিক্ষা ও সহজ হইবে। আগন্তুক তুর্কি শ্রেণীর ওপর একটি প্রধান শাখায় আছে বিদেশি শব্দ, নানা জাতীয় প্রাচীন গ্রীক ও পারসিক ভাষার কিছু শব্দ প্রাচীনকালেই সংস্কৃত ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছিল, তাদের কোন কোনটির তদ্ভবরূপ ও বাংলায় প্রচলিত আছে, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগৎ এবং ভাবের জগতে বিস্তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে নিত্যনতুন শব্দ, বিষয় ভাব আবিষ্কৃত হচ্ছে। ইন্দো–ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অনেক শব্দই বিদেশী শব্দরূপে কালক্রমে বাংলা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। ["সুকুমার সেন জানিয়েছেন–ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দভাণ্ডার যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা ততই শব্দ শক্তিতেই উন্নত"]। বাংলা শব্দ ভান্ডারী সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে যেসব বিদেশী শব্দ গুলি তাহলো–ফার্সি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, আরবি ও ইংরেজি শব্দের। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা। লোক সংখ্যা হিসাবে বাংলা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা–ইংরেজি উত্তর চীনা, হিন্দুস্তানি, রুশ, স্পেনীয়, জার্মান, জাপানি এগুলির পরে বাংলা ভাষার স্থান। প্রায় সাড়ে ন' কোটি মানুষের ভাষা, পরিস্থানের পূর্ববঙ্গ এবং আমাদের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ–এই দুই অঞ্চলে যথাক্রমে ৬ কোটি ২০ লাখ আর ৩ কোটি ৪০ লাখ ও আর বাকি ভারতের কয়েক লাখ–এই সমস্ত মিলাইয়া বাংলা ভাষার সংখ্যা, বাংলা ভাষার অনুরাগী আর একজন ইংরেজ বলেছিলেন যে সমগ্র – ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাহিত্য–গৌরবে দুইটি পথম শ্রেণীর ভাষা আছে একটি ইংরেজি অন্যটি বাংলা ভাষা। বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার জন্য কোন একক ভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিষয় নয়, ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে ধারায় প্রয়োজনীয় বিদেশি শব্দ গ্রহণ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক করে তুলতে পারে, একই সঙ্গে বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য, শব্দভাণ্ডার ও প্রকাশ রীতিকে সংরক্ষণ করা ও জরুরী। বিশ্বায়নের যুগে তাই বিদেশি শব্দ গ্রহণ এবং বাংলা ভাষার সক্রিয়তা রক্ষার মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাই আধুনিক বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত। বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি–সেই জন্য ইহার চর্চায়, ইহার পঠন–পাঠনে, ইহার লিখনে, বার্তালাপে শালীনতার সহিত ইহার ব্যবহারে আমরা যাহাতে অবহিত হই, সংযুক্তি ও ভাবশুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হই। ইহা সকলের কাম্য।

তথ্যসূত্র

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, কলকাতা ।

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র , ভাষাবিদ্যা পরিচয় ,জয় দুর্গা পাবলিকেশন, কলকাতা ।

মাইতি, ডক্টর, প্রকাশ কুমার, আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, আরামবাগ পাবলিকেশন, কলকাতা ।

রামেশ্বর , সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা ,পুস্তক বিপণী পাবলিকেশন, কলকাতা ।

শহীদুল্লাহ, ডক্টর,মুহম্মদ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত,মাওলা ব্রাদার্স পাবলিকেশন, ঢাকা (বাংলাদেশ) ।

সরকার , পবিত্র , ভাষা দেশ কাল , মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, কলকাতা ।

সেন, সুকুমার , ভাষার ইতিবৃত্ত ,আমদ পাবলিকেশন, কলকাতা